কোয়ান্টাম মেথড-১৪

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান...

মুফতী শরীফুল আ'জম

"দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে"– কোয়ান্টামের একটি প্রসিদ্ধ স্লোগান। তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তক বা স্টিকার আকারে দোকানপাট ও যানবাহনে শ্রুতিমধুর আহবানটি সকলের নজর কাড়ে। কিন্তু এ বাক্যটির মর্ম কী? কিসের বদলে কী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে এখানে? যে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহবান করা হচেছ তা আদৌ বদলযোগ্য কি না? আর নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচেছ তা গ্রহণযোগ্য ও নিখাদ কি না? চৌদ্দশত বছর যাবৎ ইসলামের যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে লালিত হয়ে আসছে তা বদলে ফেললে ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হবে কি না? প্রথমে এ সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে। এরপর কোয়ান্টামের ওই আহ্বানে সাড়া দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের হাতে সোপর্দ করে দেননি যে, তারা জীবনযাপনের জন্য সফলতা আর প্রশান্তির সূত্র আবিষ্কার করবে আর মানবজাতি তাদের গবেষণার উপর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেবে। সুখ-শান্তি আর সফলতার খুঁজে ছুটবে তাদের গবেষণাগারে। বরং যেভাবে তিনি মানবজাতির স্রষ্টা, তদ্রুপ তাদের বিধাতাও বটে। মানুষের উভয় জাহানের সফলতা আর চিরস্থায়ী অনাবিল প্রশান্তির সঠিক, সফল ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি বা নজরীয়া তিনি প্রবর্তন করেছেন। যাকে দ্বীন বা শরীয়ত বলা হয়। শুধু তাই নয়, এ সকল বিধিবিধানের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে ১০০% গ্যারান্টিও প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের একেবারে শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথপ্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।" (সূরা আল বাকারা-২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আল বাকারা-২৩)

কারো কথায় বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দুই কারণে হতে পারে। এক. উক্ত কথা বা বক্তব্যের মাঝে কোনো ভুল-ভ্রান্তির কারণে। দুই. শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা বা হঠকারিতার দরুন। উল্লেখিত প্রথম আয়াতে প্রথম প্রকারের সন্দেহ বিদূরিত করা হয়েছে। তাই এটা সর্বপ্রকার ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে শতভাগ বিশুদ্ধ একটি দ্বীন বা শরীয়ত। এর সকল দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক পূর্ণাঙ্গ ও সফল। আর একমাত্র অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি। এ ছাড়া মানব রচিত বা বিজ্ঞানপ্রসূত যত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার সবই ভ্রান্ত ও নিশ্চিত ব্যর্থ। ইসলামের জীবন বিধান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। কোনো মুমিন মুসলমান যদি সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়ে থাকে তবে সে ইসলাম প্রণীত দৃষ্টিভঙ্গির বদলে কোয়ান্টামের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে পারে না।

সন্দেহের অপর প্রকারটি মানুষের নির্বুদ্ধিতা বা হঠকারিতাজনিত। তৎকালীন আরবের কাফের-মুশরিকগণ জেনে-বুঝেও কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি। হঠকারিতা ও বক্রতার কারণে সর্বদা সংশয় আর সন্দেহ প্রকাশ করত। তাদের এ সন্দেহ যে অমূলক ও ভিত্তিহীন এ কথাটি স্পষ্ট করে দিতে দ্বিতীয় আয়াতে সহজ একটি ফর্মুলা দেয়া হয়েছে। "যদি এ কালাম মানব রচিতই হয়ে থাকে তবে তোমরাও তো মানুষ। পারলে এমন ছোট্ট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না। অতএব বুদ্ধির স্বল্পতা বা হঠকারিতাহেতু ইসলামের বিধিবিধান বা এর সফল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কারো মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এ নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি প্রদান করেছে।

তাই কোয়ান্টামের গুরুজি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে নামকরা বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের রেফারেন্স দিয়ে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বাহার প্রদর্শনের যতই চেষ্টা

করুক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে ওই সকল মানব রচিত সূত্র অনুসরণের কোনো অবকাশ নেই। ইসলামের ব্যাপারে মানুষের মনে, লোক সমাজে যতই সন্দেহ সৃষ্টি করা হোক আর অনিশ্চয়তা জন্ম দেয়া হোক এ কথা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে হবে যে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র সঠিক, বাকি সব ভ্রান্ত।

কথা-কাজের মিল কাম্য :

নামাযের প্রতি রাকা'আতেই আমরা মহান আল্লাহর দরবারে একটি দু'আ করে, থাকি–

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم

'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও"। (সুরা আল ফাতিহা-৫)

এই প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর হচ্ছে সমগ্র কুরআন শরীফ। এটি সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। যেন মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে ইরশাদ করেছেন- আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। বান্দার প্রার্থনার উত্তরে মাওলার পক্ষ থেকে এমন সাড়া আসার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কোন মুমিনের পক্ষে সম্ভব? তাহলে কুরআন-সুন্নাহর নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে কোয়ান্টামের মনগড়া জীবনদৃষ্টি গ্রহণের অবকাশ কোথায়? নামাযে দাঁড়িয়ে সিরাতে মুস্তাকীমের প্রার্থনা আর নামাযের বাইরে কোয়ান্টামের সাধক আর দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি :

কোয়ান্টাম যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলছে তার পেছনে কুরআন-সুন্নাহর কোনো রেফারেন্স নেই। আছে শুধু মানব সন্তানের মেধা আর অভিজ্ঞতার ফসল। আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র 'কোয়ান্টাম কণিকা' গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে। "সাধকদের জ্ঞানের নির্যাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের সুবিন্যাসায়নের ফলাফল এই হাজার সূত্র"। (কোয়ান্টাম কণিকা পৃ: ৩) এ থেকে বোঝা যায় এ সকল সূত্র আর দৃষ্টিভঙ্গির উৎসমূল আসলে কী? ঈমানের মতো দৌলত হাতছাড়া হওয়ার কারণে যে সাধকগণ জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে, তাদের ফর্মুলা মেনে সফল হওয়ার দাবি হাস্যকর। যে বিজ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্তন হয়ে পূর্বের থিউরিকে ভুল প্রমাণ করছে তার উপর আস্থা রেখে জীবন পরিচালনা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

কোয়ান্টাম কণিকার সঠিক জীবনদৃষ্টি নামক অধ্যায়ে ছোট ছোট বাক্যে ২৭৭টি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে। এতগুলো দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হলেও ঈমান-আমলের কোনো কথা ওখানে স্থান পায়নি। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের কোনো আলোচনা সেখানে নেই। আছে শুধু বস্তুবাদ আর নাস্তিক্যবাদের শিক্ষা। আর এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথাই কোয়ান্টাম ঘটা করে প্রচার করে যাচ্ছে। ঈমান-আমল ছাড়াই তারা মানুষের মুক্তি আর সফলতার পথ দেখাচ্ছে। পরকালের কোনো ধারণাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নেই।

নিজেদের এ সকল মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গিকেই আবার সঠিক বলে জোর গলায় দাবি করে কোয়ান্টাম। উল্লেখিত বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "সঠিক জীবনদৃষ্টি সব সময় আপনাকে রক্ষা করবে চলার পথে হোঁচট খাওয়া থেকে। আর এই সঠিক জীবনদৃষ্টি গড়তে সাহায্য করবে প্রশান্তি অধ্যায়।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৬)

সাধকদের জ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের দর্শন যে জীবনদৃষ্টির মূল উৎস তার অসারতা অনুধাবণের জন্য পবিত্র কুরআনে সামান্য দৃষ্টি বুলালেই চলে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

"এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলিল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।" (সূরা আন নাজম-২৩)

বোঝা গেল, প্রবৃত্তির অনুসরণে রচিত সাধকদের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যার পেছনে কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিল থাকবে না, তা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গণ্য হবে।

কুরআনের নিন্দাবাদ :

ইহুদী-খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিল। এরই প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে আয়াত অবতীর্ণ হয়-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট

ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারা তাঁর যে শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র।" (সূরা আত তাওবাহ-৩১) ইহুদী-খ্রিস্টানরা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলত; তা আল্লাহ রাসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? পুরোহিতগণের আল্লাহ রাসূলবিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরী। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

কোয়ান্টামের অবস্থাও তাই। সাধক আর পণ্ডিতদের উক্তি আর বাণীকে তারা অনুস্মরণীয় মনে করছে। গুরুজি মহাজাতকের উদ্ভাবিত দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবনযাপনের সফল মাইলফলক হিসেবে গ্রহণ করা হচেছ। কুরআন-সুন্নাহর সাথে তা যতই সাংঘর্ষিক হোক না কেন? গুরুজিকে নতুন পরিত্রাণ দাতা ভাবা হচ্ছে। আর এটা প্রকাশ্য কুফরী ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান আর দৃষ্টিভঙ্গির বদলে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহবান মূলত ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের আহ্বান।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতি :

কোয়ান্টাম জীবন বদলে দেয়ার জন্য যে সকল দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আহ্বান করছে তা গ্রহণ করা হলে ভয়াবহ সংকটে পড়বে ঈমান। ঈমানবিনাসী ওই সব দৃষ্টিভঙ্গির উপর ধার্মিকতার লেবেল এঁটে গোপন রাখা হয়েছে এর বিষক্রিয়া। নিজের অজান্তে ঈমান হারিয়ে সাধক সেজে বসার এক চমৎকার মেথড এই কোয়ান্টাম। মুসলমানদের সর্বসম্মত পথ মত ছেড়ে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হলে এর ফল কী হবে, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" (সূরা আন নিসা-১১৫)

অর্থাৎ, কারো কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও যদি সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশের বিরোধিতা করে আর সকল মুসলমানের পথ ছেড়ে নিজস্ব ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

উলামায়ে কেরাম এ আয়াত থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, উম্মতের ইজমা মেনে নেয়া ফরয। এর বিরোধিতাকারী বা অস্বীকারকারী জাহান্নামী। (তাফসীর শাব্বির আহমদ উসমানী)

এখন এ আয়াতের আলোকে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি পরখ করে দেখলে ফলাফল কী দাঁড়াবে? কুরআন-সুন্নাহ আর সকল উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলে কোয়ান্টামের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত সফলতার সূত্র অবলম্বন জাহান্নামের ঠিকানা নিশ্চিত করবে।

একটি হাদীসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে-

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ ان الله لايجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة ومن شذشذ فى النار۔(ترمذى۔٢١٦٧)

"হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে কোনো গুমরাহীর উপর একমত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দলবদ্ধতার সাথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নামে নিপতিত হয়।" (তিরমিযী-২১৬৭)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন-

قوله من شذشذ فى النار أى إنفرد عن الجماعة باعتقاد او قول او فعل لم يكونوا عليه

"বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো, উম্মতের সর্বসম্মত আক্বীদা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করা।" (মেরকাত১/৩৮২)

অতএব কোয়ান্টাম উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্যমত ভিন্ন নতুন যে পথে মানুষকে নিতে চাচ্ছে, নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গি শেখাতে চাচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা নিশ্চিত জাহান্নামে গমনের পথ।

কোয়ান্টামের চতুরতা :

কোয়ান্টাম নিজেদের সকল অপকীর্তি ঢাকার জন্য উক্ত হাদীসে বর্ণিত (يدالله على الجماعة) জামা'আত বলতে তাদের নিজেদের সঙ্ঘকে বুঝিয়েছে। তাদের মতে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সঙ্ঘের সাথে রয়েছে। উক্ত হাদীসের বিকৃত অনুবাদ কোয়ান্টামের হাদীস কণিকায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকো। সঙ্ঘের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে। যে বিচ্ছিন্ন হয় সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। তিরমিযী (কোয়ান্টাম কণিকা পৃ: ৩২১) -এর সাথে পর পর আরো দুটি হাদীসের

বিকৃত অনুবাদ পেশ করা হয়েছে।

এক. "যে ব্যক্তি বায়াতের বন্ধন (সঙ্ঘ ও নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ) ছাড়া মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" -মুসলিম

দুই. নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে একজন যুগসংস্কারক পাঠাবেন, যিনি শাশ্বত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।- আবু দাউদ (কোয়ান্টাম কণিকা ৩২১)

কোয়ান্টাম সূত্র অনুযায়ী এই তিনটি হাদীসের যোগফল হচ্ছে তাদের সঙ্ঘ ও নেতা গুরুজির আনুগত্যের অপরিহার্যতা এবং তাকে নতুন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ প্রমাণ করা।

সাধারণ মানুষকে নিজেদের সঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ করতে এই চতুরতার আশ্রয় নিয়েছে কোয়ান্টাম। অথচ উক্ত হাদীসে উল্লেখিত (جماعة) জামা'আত বলতে কারা উদ্দেশ্য তা ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে-

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ اتبعوا السواد الاعظم، فانه من شذ شذ فى النار۔

قوله: اتبعوا السواد الاعظم يدل على ان أعاظم الناس العلماء وان قل عددهم ولم يقل الا كثر لان العوام والجهال اكثر عددا (مرقاة المفاتيح ١/٣٨٣)

"তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর, তথা আলেম-উলামাদের অনুসরণ কর। কেননা সমাজে তারাই হচ্ছেন বড়, যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়। হাদীসে اكثر। তথা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণের কথা বলা হয়নি, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় সমাজের সাধারণ ও অজ্ঞ লোকেরা।" (মেরকাত ১/৩৮৩)

অতএব বোঝা গেল উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উত্তরসূরি হক্কানী উলামাদের জামা'আত। কোয়ান্টামের মতো সকল ধর্ম সকল মানুষের কোনো সঙ্ঘ উদ্দেশ্য নয়। সমস্যার সমাধান পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক উলামাদের কাছে আসতে হবে। কোয়ান্টামের গুরু আলেমও নন, মুফতীও নন। কোন ধর্মের অনুসারী, তাও অস্পষ্ট। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত বায়োডাটা তাদের বহু পুরাতন গ্র্যাজুয়েট ও সাইকিদের কাছেও অজানা। এ সকল তথ্য গোপন রাখার কারণ কী? মা-বাবার রাখা আসল নাম গোপন করে শহীদ আল বুখারী মহাজাতক নাম ধারণের রহস্য কী? সঠিক তথ্য জানতে পারলে সকলের উপকার হতো এবং সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হতো।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সত্ত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১